প্রিয় পাঠক, যদি এক নজরে আমাদের দেশের তথ্য প্রযুক্তি সেক্টরের চলমান একটি চিত্র পেতে চান তাহলে সি-ডেস্ক-এর খেরোখাতায় চোখ রাখুন। ঠকবেন না। সি-ডেস্ক সংকলন করেছেন **স্মাক হাসান** (smakhassan@yahoo.com)

প্রীতি-অপ্রীতি

প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল সি-ডেস্ক পাঠকদের প্রতি। সমাজ ব্যবস্থা সুস্থ্য, সচল রাখতে এর সকল অংশে সম্প্রীতিই কাম্য। স্থান, কাল, পাত্রের পরিবর্তনের সাথে প্রীতি (পিরিত)-র ক্ষেত্রটিও যে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে, এই সুবিবেচনাটুকু করতে পারার উদারতায় কমতি হলে ক্ষেত্র বিশেষে প্রীতি থেকে অতিপ্রীতি আর প্রীতিমাত্রায় ভারসাম্য আনবে এর বিপরীতে অপ্রীতি সৃষ্টি হয়। প্রীতি মাত্রার এই দুই চরম অবস্থা আমাদের সমাজে সৃষ্টি করছে নানা বিপত্তি। এই বিপত্তির শঙ্কায় অস্বস্তি থাকলেও আমাদের আইটি জগতের নানা প্রীতিচিত্র আমাদের আশান্বিতও করে, বুঝতে পারি আইটি অঙ্গনকে এখন আর সমাজ থেকে পৃথক করে আলোচনার অবকাশ নেই। আইটি অঙ্গনে নানা মাত্রার এই প্রীতির প্রভাবই তুলে ধরলাম ঈদের প্রীতিতে প্রীত, সিক্ত সি-ডেস্ক পাঠকদের জন্য।

ঐতিহ্য প্রীতি

আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ঐতিহ্য হচ্ছে তাদের অনুমোদিত বইগুলো অত্যধিক পরিমাণ সমালোচিত না হলে অসংখ্য পরিমাণ ভুল নিয়েই বার বার মুদ্রিত হতে থাকে, পরবর্তী প্রকাশে অনাকাঙ্খিত ভুলসমূহ থেকে বেরিয়ে আসার প্রত্যয় ব্যক্ত হয় আর সমস্ত বইয়ে কোনরূপ পরিবর্তন না আসলেও ভূমিকায় পুরনো সিলেবাসের যুগোপযোগিতার সাফাই থাকে।

এবার এ ঐতিহ্য প্রীতির প্রভাব পড়ছে উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার শিক্ষা বই এ। ১৯৯২ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করার পর প্রথম প্রণীত (১৯৯৫) সিলেবাস অনুযায়ী প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের বইটি ২০০২ তে একটি পর্যালোচনার মাধ্যমে সংস্কার করা হলেও তা করা হয়নি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কম্পিউটার শিক্ষায়। ফলে সৃষ্টি হয় অসঙ্গতি। মাধ্যমিক স্তরে ভিজুয়াল বেসিক প্রোগ্রামিং পড়ানো হয় আর উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ানো হয় অপ্রচলিত প্রায় কিউবেসিক প্রোগ্রামিং। এক যুগের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও এ সিলেবাসটি অপরিবর্তিত রেখেই উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার শিক্ষা বই মুদ্রণের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

Foreigner Honour

বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির রোডম্যাপ প্রণয়ন ও এর মানোন্নয়ন বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করে কম্পিউটার কাউন্সিল। তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন এমন গবেষক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী সহ সংশি-ষ্টদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই তিন ঘণ্টা ব্যাপী বিশাল আলোচনা অনুষ্ঠানটির যাবতীয় কার্যক্রম চলছিল ইংরেজি ভাষায় যার কারণ ছিল একজনমাত্র বিদেশী অতিথির উপস্থিতি। অধিকাংশের হৃদয়াঙ্গমোপযোগিতা দেখিয়ে একজনমাত্র আলোচক বাংলায় তাঁর মিনিট পাঁচেকের বক্তব্য রাখলে উপস্থাপক ইংরেজিতে ঘোষণা করেন যে এ বক্তব্যটুকু বিদেশী অতিথির জন্য তাদের অনুবাদ করে শোনাতে হবে। পাঠকদের জানিয়ে রাখি বাংলা ভাষায় বক্তব্য দেওয়া ঐ আলোচক ছিলেন বিজয় বাংলা সফটঅয়্যার প্রণেতা মোস্তফা জব্বার।

ই-মেইলে অপ্রীতি

এক. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, প্রস্তাবনা আহ্বান প্রভৃতির সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি অবশ্যই ডাকযোগে পাঠাতে হবে এবং ই-মেইল কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। একাধিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় এসব ক্ষেত্রে ই-মেইলে যোগাযোগ করলে গোপনীয়তা নষ্ট হয় এবং বিভিন্ন অনিয়মের সমুখীন হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

দুই. তথ্য অধিকার অধ্যাদেশত ২০০৮ এর প্রথম সরকারি খসড়ায় তথ্যের সংজ্ঞায় ই-মেইল অন্তর্ভুক্ত করা হলেও চূড়ান্ত খসড়ায় তার বদলে ইলেক্ট্রনিক প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট উলে-খিত হয়। ই-মেইলকে আমরা এর অংশ হিসেবেই ভাবব। কিন্তু এ শব্দটি না থাকার কারণে ই-মেইল নামক তথ্যটি না দিয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের তথ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

নবীন প্রীতি

দেশের তথ্যপ্রযুক্তির প্রভূত উন্নয়নের জন্য আর তা সর্বসাধারণের কাছে সাধারণ করে তুলতে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে আরোও বিস্তৃত করতে হবে। সরকার কম্পিউটার শিক্ষাকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ শিক্ষা কোন স্তরের শিক্ষার্থীদের থেকে বাধ্যতামূলক করলে অধিক ফল পাওয়া যাবে? বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোস্তফা জব্বারের মতানুযায়ী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা অতি জরুরী হয়ে পড়েছে। মূল থেকে শুরু করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হবে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর এবং ই-গর্ভনেন্স বা তদ্রুপ বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন নিয়ে আর ভাবতে হবে না। কিন্তু আমাদের বর্তমান কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তরুণ সমাজকে তথ্যপ্রযুক্তি প্রেমী না করা গেলে তাদের হাতে যখন এ দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পিত হবে তখন তারাওতো তথ্যপ্রযুক্তি ভীতি নিয়ে দেশের সমস্ত কর্মকাণ্ডে এর সফল প্রয়োগের বদলে দূরে সরে থাকবে। এ যুক্তি দিয়েও জনাব মোস্তফা জব্বারের নবীণ প্রীতি বা প্রথমে গোড়ার পানি দেওয়ার অটল অবস্থান ভাঙ্গাতে পারিনি। যাই হোক মোস্তফা জব্বাররা যদি এই নবীণ প্রীতিকে সফলভাবে সরকারের মধ্যে সংক্রমিত করতে পারেন তাহলে আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিনগুলো দেখতে পাবো অতি শীঘ্রই।

গুগল প্রীতি

বিসিএস কম্পিউটার সিটিতে কম্পিউটার মেলা উপলক্ষে একটি বহুজাতিক কোম্পানি তাদের আইটি পণ্যের নানা সম্ভারের গল্প শোনাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে উন্মুক্ত কুইজ ও পুরস্কার বিতরণও চলছিল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি কুইজের প্রশ্ন শুনে দাঁড়িয়ে গেলাম। "তথ্যপ্রযুক্তির সাথে অতি নিবিড় সম্পর্কের একটি নাম যা গে-াবালাইজেশনের বিকল্প শব্দ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।" এ প্রশ্নটির উত্তর শুনতে দাঁড়িয়ে গেলাম। উপস্থিত জনতার কেউ এ কুইজে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জনে সক্ষম হলেন না। অবশেষে উপস্থাপিকা জানালেন উত্তরটি হবে 'গোগলাইজেশন'। সত্যিই সার্চ ইঞ্জিন অনেক থাকলেও গুগলের বিকল্প শুধুই গুগল। গে-াবালাইজেশনের এই বিকল্প শব্দটি গুগলের প্রতি আমাদের আস্থারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রীতি; বিদ্যায় নয় গেইমে

এক ভদ্রলোক তার ছেলেকে ভর্তি করিয়েছেন ইংরেজি মাধ্যমের শিশু স্কুলে। তারপর এ মাধ্যমে পড়াশোনা করে উচ্ছন্ন প্রকৃতির হয়ে যাওয়ার নানা দৃষ্টান্ত দেখে দ্রুত এ প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে বাংলা মাধ্যমের কোন স্কুলে ছেলেকে ভর্তির করার পরিকল্পনা নেন তিনি। কিন্তু বাঁধ সাধে ঐ স্কুল পড়ুয়া ছেলে। সে জানায় ঐ স্কুল ছেড়ে কোনমতেই অন্য স্কুলে ভর্তি করানো যাবে না তাকে। আর তা করা হলে পড়াশোনাও নাকি ছেড়ে দেবে ও। তার গোঁড়ামী, কম্পিউটার আসক্তি, বিদেশী কার্টুন সিরিজে ভক্তি প্রভৃতিকে উচ্ছন্ন প্রকৃতিতে পৌঁছার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হলেন ঐ ভদ্রলোক।

তার সবিনয় অনুরোধে গোঁড়া ছেলেটিকে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে পথে আনার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। জানতে পারি ঐ স্কুলটি ছাড়তে না চাওয়ার মূল কারণ ছিল সেখানে কম্পিউটার গেম খেলার জন্য রুটিনে বিশেষ সময় ছিল। শিক্ষকরা তাদের গেমস খেলতে সহযোগিতা করতেন আর তাদের এটাও জানানো হয়েছিল অন্য কোন স্কুলে এই সুযোগটি পাওয়া সম্ভব নয়।

বোনাস প্রীতি

পরিবারে আর সবাইয়ে মোবাইল অপারেটরে সিম ব্যবহার করে তমার (ছদ্ম নাম) ব্যবহৃত সিমটি সে অপারেটরের নয়। কেন নয় জানতে চাইলে সে বলে, 'আমি শুধু কল রিসিভ করি। রিসিভ কলের উপর যে বোনাস পাই তা দিয়েই এক আধটু কল করি। ওদের সিমে তো আর বোনাস মিলবে না, তাই আমার লাভটাই আমি দেখব। আমার সিমটিতে রিচার্জ করতে হয় না বললেই চলে।'